MAR 30 2001

দৈনিক ইনকিলাব

জাবি-তে ছাত্রলীগারদের সন্ত্রাসে ভাটা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়ের ঘন্টা বেজে উঠায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়েছে। ইদানিং তারা সন্ত্রাসে লিপ্ত হতে ভয় পাচ্ছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৭ সালের শুরুতে সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে হাতে গোনা ১০/১২ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে দেখা যেত। এহেন নাজুক অবস্থা দূর করার জন্য কূটকৌশলের রাজনীতি শুরু হয়। ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিটি হলে চলে ছাত্রলীগের কর্মী জোগাড়ের প্রচেষ্টা। প্রথম বর্ষের প্রত্যেক ছাত্রকে ছাত্রলীগের মিছিল মিটিং-এ যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এভাবে শুরু হয় ক্ষমতার অপব্যবহার। নানা রকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে তৎকালীন ক্ষমতাধর নেতৃবৃন্দ। ক্যাম্পাসে দখলদারিত্ব কায়েম রাখতে এবং ক্যাম্পাসে ক্ষমতা মজবুত রাখতে ১৯৯৭ সালের ১৩ জুন ছাত্রলীগ জাবি শাখার কাউন্সিলে জামান ও কাঁকরকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। সরকারী ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ছাত্রলীগ ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকে এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উপর চড়াও হয়ে তাদের নেতা-কর্মীদের ছাত্রলীগে যোগদানে বাধ্য

দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নাহিদ গ্রুপ ও কাঁকর গ্রুপের ক্ষমতার লড়াইয়ে কামালউদ্দীন হলে আনন্দ নিহত হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকায় সাধারণ সম্পাদক কাঁকরকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করে জসিম উদ্দীন মানিককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার শেষ পর্যন্ত মেয়েদের ওপর চলতে থাকে। মেয়েদের জোরপূর্বক সংগঠনে আনা হতে থাকে এবং কেউ না এলে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ধর্ষণের শিকার হতে হয়। ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে ধর্ষণের সেঞ্চুরী উদযাপনের অভিযোগে জসিম উদ্দীন মানিককে বহিষ্কার এবং ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। শুরু হয় ছাত্রলীগের ছাত্র রাজনীতির ভাটা। মাঝেমধ্যে কিলার গ্রুপ ও ধর্ষক গ্রুপের মধ্যে চলতে থাকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। একপর্যায়ে মহিলা হলগুলো থেকে সাধারণ ছাত্রীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কিলার গ্রুপ ও ধর্ষক গ্রুপকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে হলে হলে আক্রমণ করে এবং সালাম, বরকত, কামাল উদ্দীন হলে ঢুকে পড়ে কিলার ও ধর্ষক গ্রুপের রুম ভাঙচুর করে। সাময়িকভাবে ক্যাম্পাস থেকে দূরে থাকলেও তারা প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসে ভেজা বেড়ালের মত চলতে থাকে। তাদের নগ্ন আক্রোশ ধরা পড়ে ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে। আমিন

জাবি-তে ছাত্র লীগ ...রদের সন্ত্রাসে ভাটা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ... ...ক শ্রমিকদের হাতে লাঞ্ছিত ... হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী ঢাকা-আ... ...রিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিস্থিতি নি... ...য়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে সরকারের সহযো... ...গিতা কামনা করে।

আওয়ামী সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরী ফার্মে ... সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ...এর সাথে যোগ দেয় ছাত্রলীগ ক্যাডার বা... ...হিনী। তারা সেদিন মেয়েদেরও লাঞ্ছিত করা... ...ত দ্বিধাবোধ করেনি।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গত ২৪ ...মার্চ ছাত্রলীগ জাবি-তে পুনরায় কাউন্সিল ... ডাকে। প্রধান অতিথি হিসেবে বাহাদুর বেপা... ...রীর আসার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। অ... ...জয়কর খোকন প্রধান অতিথির কাজ চালান ... কাউন্সিলে শেষ পর্যন্ত মেহেদী জামিলকে ... সভাপতি ও নূর হোসেন সৈকতকে সাধারণ ... সম্পাদক, নির্বাচিত করা হয়।

এ অবস্থায় ছাত্রলীগ ক্যা... ...পাসে তাদের দখল দায়িত্ব কায়েম রাখ... ...ত এবং ক্যাম্পাসে আগের মত নিয়ন্ত্র... ...ণ মজবুত রাখতে নিজেদের সুসংগঠি... ...ত করেছে। কিন্তু কেয়ারটেকার সরক... ...ার ক্ষমতায় আসলে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ ... হারাবে এ আশংকায় ছাত্রলীগ মরিয়া হয়ে ... উঠেছে। তারা হলে হলে দলীয় ক্যাডারদে... ...র সুসংগঠিত করছে। এদিকে ছাত্রদলও ... তাদের পুরনো অবস্থানে ফিরে এসেছে। ... হলে হলে তারাও মজবুত অবস্থানে রয়েছে ... । এ অবস্থায় কেয়ারটেকার সরকারের সময় ... ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে বলে ... আশংকা করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকা... ...রের মেয়াদ যতই শেষ হয়ে আসছে, জাবি... ...র বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে ... ...বল ততই দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে ... । হাই কমান্ডের নির্দেশ ছাড়া অস্ত্রধারী ক্যা... ...ডাররা এখন আর কোন কাজে জড়ায় না ... । অথচ এর আগে গত প্রায় ৪ বছরে সাধ... ...ারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ... স্বেচ্ছাচার ধর্ষণ ও খুনের তাণ্ডব চালিয়েছে... ...ে, সে সময় তারা অবাধে সন্ত্রাস চালিয়ে... ...ছে হলগুলোয়। এসব কারণে কেয়ার... ...টেকার সরকার আসার সাথে সাথে পুঞ্জীভূ... ...ত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে বলে ... জোর আশংকা করা হচ্ছে। ছাত্রলীগ ক্যাড... ...াররাও ভয় পাচ্ছে এই ভেবে যে, এতো... ...দিনের অপকর্মের ফল এবার তাদের ভো... ...গ করতে হবে।

ছাত্রদল ইতিমধ্যেই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে সুসংগঠিত করে তুলেছে। এদিকে ছাত্রদলের অনেক নেতা-কর্মী যারা বাইরে (হলের) থাকত তারা এখন হলে থাকতে শুরু করেছে। বর্তমান নেতা-কর্মীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, তারা এখন সম্পূর্ণ সুসংগঠিত এবং কেয়ারটেকার সরকার আসার সাথে সাথে ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে বলে আশা করছে। ছাত্রদল সভাপতি আশরাফুল আলম জুয়েলও অনুরূপ আশা ব্যক্ত করেন। ইতিমধ্যে সাবেক ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা প্রায় প্রতিদিন ক্যাম্পাসে এসে বর্তমান নেতা-কর্মীদের সাহস ও উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। সাবেক সভাপতি ইলিম মোঃ নাজমুল, সাবেক নেতা বাবুল আক্তার ও হারুন অর-রশীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, তারা এ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।